

মায়ের আবার জাত কী?

এ দেশের লোকজন যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের দায়ভার যে দুটো দেশের উপর চাপাতে পছন্দ করে তার একটা নিজেদেরই দেশ বাংলাদেশ অপরটি বুঝে না বুঝে যেভাবেই হোকনা কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ছোটবেলা থেকেই প্রাইমারী স্কুলের ভালো ছাত্র থেকে শুরু করে কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক পর্যন্ত সকলের মুখে শুনে আসছি -যুক্তরাষ্ট্রে বছরে লাখ লাখ মেট্রিকটন গম আটলান্টিকে ফেলে দেয় অথচ আমাদের দেশের লোক না খেয়ে রোগে শোকে ভুগে মরছে। সে দিকে তারা ফিরেও তাকানোর প্রয়োজন মনে করেনা। হবে হয়তো। কিন্তু কী কারণ হতে পারে? মানুষের মূল্যবোধ কি এতই নীচে নেমে গেছে? সকল দোষই কী তাদের? নাকি আমাদের নিজেদের দোষ চাপা দেয়ার জন্য আমরা অন্যের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছি? একই ধরনের অপরাধ কি শুধু রূপবদল করে আমরাও করছি না? সমাজবিজ্ঞানীরাই ভালো বলতে পারবেন।

আমি অবশ্য দেখতে পাই দুইশ টাকা দামে মধুমিতা সিনেমা হলে মুভি দেখতে আসা দর্শকরা দুই টাকা কমবেশি নিয়ে রিক্সাওয়ালায় চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে বেপরোয়াভাবে। একটা মুভির খরচ দিয়ে একশ'জন রিক্সাওয়ালাকে দুই টাকা বেশি দেয়া যায়। কিন্তু সেটা কখনও হয়ে উঠেনা, হয় ন্যায়বিচারের এক নির্মম অনুশীলন। পুরুষরা পুরুষত্ব দেখাতে উঠে পড়ে লাগে, আর নারীরা জোরগলায় জানিয়ে দেয় আগের সেদিন আর নেই, আর কোন অন্যায় তারা চুপচাপ মেনে নেবেনা। যেন সকল অধিকার পুনর্বহালের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে গরীব রিক্সাওয়ালাগুলো। এর পেছনে তাদের সহজ ও সাবলীল যুক্তি হচ্ছে রিক্সাওয়ালারা ঐ অতিরিক্ত দু'টাকা কোনভাবেই ডিসার্ভ করেনা। যতটুকু তারা পরিশ্রম করে ঠিক ততটুকুই তাদের প্রাপ্য। একটাকাও সে কেন বেশি চাইবে? আমি বুঝতে পারিনা আটলান্টিকে ফেলে দেয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গম কি করে অন্যরা ডিসার্ভ করে এবং সুজলা- সুফলা, শস্য-শ্যামলা, উর্বর এদেশের মানুষের কি উচিৎ নয় যুক্তরাষ্ট্রের ফেলে দেয়া গম ভিক্ষা পাওয়ার দিকে না তাকিয়ে থেকে নিজেদের মাটিতে গম-ধান উৎপাদন করে, রোগে শোকে না মরে গিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখা। আমার একথাগুলো শুধু তাদের জন্যই যারা নিজেদের সকল দুরবস্থার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের করা একটা ষড়যন্ত্র দেখতে পায়।

অন্যদিকে, যেকোন উপায়ে নিজেদের দেশ বাংলাদেশের উপর দোষ চাপানোর উদাহরণের জন্য এই লেখার উপরের অংশটিই যথেষ্ট। আমরা মনে হয় সুযোগ পেলেই আমাদের অবচেতন মনেই আমরা দেশেকে ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করি। এটা আমাদের কালচার হয়ে গেছে। রক্তের মাঝে মিশে গেছে। পৃথিবীর সব দেশেই একেকটা নির্দিষ্ট সময়ে একেকটা বা কয়েকটা শব্দ বহুল ব্যবহৃত বা জনপ্রিয় হয়ে

ওঠে। এটা একটা চলমান, স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অথচ বলার সময় বলা হয়, বাংলাদেশে কিছু শব্দ হঠাৎ হঠাৎ জনপ্রিয় হয় উঠে। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তুচ্ছ, সংস্কার, রোডম্যাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যে শুধু বাংলাদেশেই এহেন অপকর্মটি সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এরকম আর একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেভাবেই হোকনা কেন, সেরকম হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠা আরেকটি শব্দ হচ্ছে রত্নগর্ভা। রত্নগর্ভা মা।

পৃথিবীতে মা এমন এক শব্দ যার জন্য কোন বিশেষণ দরকার হয়না। আদরিনী, সোহাগিনী মা বললে যা বুঝায় খালি মা বললেও ঠিক তাই বুঝায়। তাতে মায়ের মর্যাদার সামান্যতমও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়না। পৃথিবীর বুকে এক নিষ্পাপ শিশু জন্মদানের মাধ্যমে একজন মায়ের জন্ম হয়। জন্ম নেয়া প্রতিটি নিষ্পাপ শিশুই এক একটি রত্ন। প্রতিটি মা'ই রত্নগর্ভা মা। সন্তানের কর্মকাণ্ডের উপর যদি মায়ের বিশেষণ নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়া সন্তানের মা কি নষ্টগর্ভা মা? গুন্ডা ছেলের মা কি গুন্ডাগর্ভা মা? মোটেই না, কখনই না। আমি খুবই দুঃখিত যে এ সমস্ত শ্রুতিকটু শব্দ আমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের তত্ত্ব হয়তো অনেকে জেনে থাকবেন। যখনই বলা হয়, আমি এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করি তখনই বুঝা যায় তার মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ব্যাপারও আছে। একইভাবে যখনই কোন মাকে বলা হয় রত্নগর্ভা মা, তখন অন্য আর কোন ধরনের মায়ের অস্তিত্বের প্রশ্নও চলে আসে। অন্যদিকে, একই ব্যক্তি স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপে জনমনে বিরাজ করতে পারে। চেন্নিজখান এক জায়গায় যদি বীর হোন তো অন্য জায়গায় শয়তান। একজায়গায় তার মা বীরপ্রসবিনী, তাই বলে অন্য জায়গার মানুষ কী মা হিসেবে তাকে অসন্মান করতে পারে? বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমাদের কাছে তিনি সন্মানিত বীর, কিন্তু পাকিস্তান কোন নেতিবাচক বিশেষণ ব্যবহার করলেও, তাতে কি তাঁর মায়ের সন্মান সামান্যও কমবে? একটুও কমবে না। মা মা'ই। মায়ের কোনও প্রকরণ হয়না, হতে পারেনা। এই বাংলারই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একদা লিখে গিয়েছিলেন, 'মরার আবার জাত কী?' আজ সেখান থেকেই ধার করে বড় বলতে ইচ্ছে করছে, 'মায়ের আবার রকম কী, মায়ের আবার জাত কী?'

পরশপাথর

০৩।১০।০৭

poroshpathor81@yahoo.com